কালের কন্ঠ ২৫.০৩.১৮

ইপিজেড ও দুই অর্থনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে যশোরে

ফখরে আলম, যশোর ▷

যশোরে দুটি অর্থনৈতিক অঞ্চল ও একটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল গড়ে তোলা হবে। এ জন্য জমি হুকুমদখলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু ধীরগতিতে এসব প্রকল্প গড়ে তোলা হচ্ছে। কবে এই প্রকল্পগুলো আলোর মুখ দেখবে তা পরিষ্কার করে কেউ বলতে পারছে না।

অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য যশোর শহরতলির আরবপুরে ৫০০ একর, ঝিকরগাছায় ৩৫০ একর ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের জন্য কেশবপুরের আগরহাটি এলাকায় ২২২ একর জমি হুকুমদখল করার জন্য যশোরের জেলা প্রশাসন বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন অথরিটির কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

সংশিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গত ২৫ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। এ সময় উপাচার্য ড. আব্দুস সাত্তারসহ বিশিষ্ট নাগরিকরা অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন ও ভৈরব, কপোতাক্ষ নদ খননের দাবি জানান। সে সময় অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। পরে তিনি ঢাকা ফিরে প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়টি অবহিত করেন।

প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে এসব বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশনা মতো ভৈরব ও কপোতাক্ষ নদ খনন শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন অথরিটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য জেলা প্রশাসককে চিঠি দেন।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে জেলা প্রশাসক আফসার উদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য যশোর সদরে ৫০০ একর, ঝিকরগাছায় ৩৫০ একর আর ইপিজেডের জন্য কেশবপুরে ২২২ একর জমি হুকুমদখল করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাবনা পাঠিয়েছি। কিন্তু এখনো ঢাকা থেকে আমাদের কিছু জানানো হয়নি।'

কেশবপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান বলেন, 'উপজেলার গৌরীঘোনা ইউনিয়নের আগরহাটি এলাকায় একটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য সব কিছু চূড়ান্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী অনুমতি দিলেই কাজ শুরু হবে।'

যশোর নাগরিক অধিকার আন্দোলন কমিটির নেতা ড. আব্দুস সাত্তার বলেন, 'যশোরে দ্রুততম সময়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য আমরা জেলা প্রশাসকের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে তাগাদা দিয়েছি। যশোরের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমরা অতি দ্রুত অর্থনৈতিক অঞ্চল ও ইপিজেড প্রতিষ্ঠার দাবি জানাচ্ছি।'